সচিত্র সম্পূর্ণ কাশীদাসী

মহাভারত

গদাপর্ব্ব ।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্ ।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

সসৈন্যে যুধিষ্ঠিরের হ্রদ নিকটে গমন ।

মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন ।
দ্বৈপায়ন হ্রদে লুকাইল দুর্য্যোধন ॥
পাণ্ডবের সৈন্যগণ খুঁজিয়া বেড়ায় ।
দুর্য্যোধন রাজারে দেখিতে নাহি পায় ॥
আপন শিবিরে যান ধর্ম্ম নরবর ।
দুর্য্যোধনে খুঁজিতে পাঠান নিজ চর ॥
এত শুনি জিজ্ঞাসিল শ্রীজনমেজয় ।
কহিলা অপূর্ব্ব কথা মুনি মহাশয় ॥
কুরুকুলপতি মহারাজ দুর্য্যোধন ।
হ্রদ মধ্যে কি প্রকারে রহিল তখন ॥
কি উপায় করিলেন পিতামহগণ ।
শুনিবারে বাঞ্ছা বড় কহ তপোধন ॥
মুনি বলে অবধান কর নরপতি ।
যেইমতে হত দুর্য্যোধন দুষ্টমতি ॥
গদাপর্ব্ব কথা কহি শুন নৃপবর ।
যেইমতে পুনরপি হইল সমর ॥
শক্রুজয়ী লোক অপমানে কোপ মন ।
দ্বৈপায়ন হ্রদে প্রবেশিল দুর্য্যোধন ॥
গদার প্রহারে বীর সলিল বিদারি ।
তাহাতে পশিল রাজা হাতে গদা করি ॥
ভ্রাতৃ বন্ধু সহিত নৃপতি যুধিষ্ঠির ।
দুর্য্যোধন অন্বেষিতে যান বহু বার ॥
বন উপবন খুঁজিলেন নানা দেশ ।
না পাইয়া দুর্য্যোধনে ভাবেন বিশেষ ॥
মারিয়া বিপক্ষ করিলাম কোন্ কার্য্য ।
পুনর্ব্বার দুর্য্যোধন লইবেক রাজ্য ॥
পুনর্ব্বার আসিয়া করিবে মহারণ ।
পলাইয়া আছে কোথা রাজা দুর্য্যোধন ॥
এত কহি বসিয়া আছেন ধর্ম্মরায় ॥
হেথা তিন বীর দুর্য্যোধন কাছে যায় ॥
অশ্বত্থামা কৃতবর্ম্মা কৃপ সুপণ্ডিত ।
হ্রদের নিকটে গিয়া হৈল উপনীত ॥
জলস্তম্ভে দুর্য্যোধন আছেন নির্জ্জনে ।
হ্রদের উপরে থাকি ডাকে তিনজনে ॥
উঠ উঠ রাজা যুদ্ধে না হও বিমুখ ।
যুধিষ্ঠিরে জিনিয়া ভুঞ্জহ রাজ্যসুখ ॥
পলাইয়া কেন তুমি পাও অধোগতি ।
রণেতে কাতর নহে ক্ষত্রিয় এ মতি ॥
পাণ্ডবের সৈন্য সব করিব সংহার ।
রাখিতে নারিবে কৃষ্ণ সহায় তাহার ॥
তা সবার বাক্য শুনি বলে দুর্য্যোধন ।
বড় ভাগ্যে সংগ্রামে তরিলা তিনজন ॥

যে বলিলে সে সম্ভবে তোমা সবাকায়।
যুদ্ধে জয়ী হব তোমা সবার কৃপায়॥
পড়িল আমার সৈন্য নাহি একজন।
পাণ্ডবের সৈন্য সব করে মহারণ॥
একেশ্বর সমর না হয় সমুচিত।
বলবন্ত সহিত সংগ্রাম নহে হিত॥
তবে অশ্বত্থামা বহু দর্পের আগার।
প্রতিজ্ঞা করিল করি মহা অহঙ্কার॥
এই আমি মারিব সকল পরদল।
উঠ দুর্য্যোধন না হইও হীনবল॥
পাঞ্চালক সোমবংশ করিব সংহার।
আমার প্রতিজ্ঞা এই শুন সারোদ্ধার॥
পঞ্চালে না মারি যদি কবচ এড়িব।
ধিক্ অকারণ ব্যর্থ শরীর ধরিব॥
এ নহে ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম শুন মহারাজ।
প্রাণপণ চেষ্টায় সাধিব নিজকাজ॥
শুন মহারাজ তুমি নাহি কর ভয়।
চারি বীরে মারিব বিপক্ষ দুরাশয়॥
এই তিন থাকিতে তোমার কেন ডর।
পুনরপি চারি বীর করিব সমর॥
হয় ধনঞ্জয়ে জিনি পুনঃ রাজ্য পাব।
নহে বা সমরে পড়ি সদ্য স্বর্গে যাব॥
হেন জানি দুর্য্যোধন রণে দেহ মন।
চারি মহাবীরেতে করিব মহারণ॥
হেন কথা শুনি বলে রাজা দুর্য্যোধন।
শুন মহারথী সব আমার বচন॥
প্রাণেতে পীড়িত আমি শুন চারি বীর।
অস্ত্রাঘাতে ভগ্ন মম সকল শরীর॥
রণ জিনিবারে যদি করিয়াছ মন।
আজি নিশি বঞ্চিয়া করিব কালি রণ॥
এই কথা আলাপে আছেন চারিজন।
পক্ষী মারিবারে ব্যাধ গেল সেই বন॥
ভীমের তোষণ লাগি মৃগয়া করিয়া।
সেই হ্রদে জলপানে গেল মৃগ লৈয়া॥
সেই ব্যাধ শুনিল সকল সমাচার।
ব্যাধ বলে বড় কর্ম্ম হইল আমার॥
যাহারে খোঁজেন সদা রাজা যুধিষ্ঠির।
হ্রদে পলাইয়া আছে সেই কুরুবীর॥
যুধিষ্ঠিরে কহিলে এ সব বিবরণ।
আনন্দিত হইবেন পাণ্ডুর নন্দন॥
এত ভাবি ব্যাধগণ হরষিত মনে।
দ্রুতগতি নিবেদিল ভীমের চরণে॥
ভীমসেন শুনি হ'ল হরষিত মন।
ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরে কহিল তখন॥
জলমধ্যে আশ্রয় করিল দুর্য্যোধন।
কুলের কলঙ্ক পাপ বড়ই দুর্জ্জন॥
ভীমের বচন শুনি রাজা যুধিষ্ঠির।
ভ্রাতৃবন্ধু সহ রাজা আনন্দে অস্থির॥
যথা আছে জলমধ্যে রাজা দুর্য্যোধন।
তথাকারে সর্ব্ব বীর করিল গমন॥
কৃষ্ণে আগু করি সবে তথা গেল চলি।
পাণ্ডুর নন্দন সব বলে মহাবলী॥
সৈন্য সহ চলিলেন রাজা যুধিষ্ঠির।
যথা জলমধ্যে আছে দুর্য্যোধন বীর॥
কটকের নিনাদ হইল বিপরীত।
শব্দ শুনি চারি বীর হৈল বড় ভীত॥
কৃপ কৃতবর্ম্মা বলে হইল অকাজ।
সৈন্য সহ আইলেন যুধিষ্ঠির রাজ॥
কি করিব মহারাজ বলহ উপায়।
কোন আজ্ঞা হয় দুর্য্যোধন কুরুরায়॥
দুর্য্যোধন বলে হও তোমরা অন্তর।
আমি মায়া করি থাকি জলের ভিতর॥
রাত্রি অনুসারে সবে হ'বে এক স্থানে।
যুধিষ্ঠিরে মারি পুনঃ সাধিব সম্মানে॥
রাজার বচনে চলি গেল তিনবীর।
নরপতি ডুবাইল সলিলে শরীর॥
তিন জন বনমধ্যে করিল নিবাস।
রাজারে স্মরিয়া ঘন ছাড়িল নিশ্বাস॥
নানা শোকে সন্তাপ করয়ে তিন বীর।
হেনকালে তথা আইলেন যুধিষ্ঠির॥
হ্রদতীরে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণে জিজ্ঞাসেন।
জল মধ্যে দুর্য্যোধন কিমতে আছেন॥

ধর্ম্মরাজ-বাক্য শুনি বলেন শ্রীহরি।
মায়াবন্ত দুর্য্যোধন আছে মায়া করি ॥
মন্ত্রের প্রভাবে আছে সেই দুরাচার।
উপায়েতে রাজা দেখা পাইবে তাহার ॥
মায়া করি ইন্দ্র সব দানবে দলিল।
বামন হইয়া হরি বলিরে ছলিল ॥
উপায়েতে কার্য্য সিদ্ধ করে বিজ্ঞজনে।
চিন্তহ উপায় রাজা আমার বচনে ॥
তোমা হৈতে অভিমানী বড় দুর্য্যোধন।
সহিতে না পারে কভু নিন্দার বচন ॥
মহাভারতের কথা সমান পীযূষ।
যাহায় শ্রবণে নর হয় নিষ্কলুষ ॥

বলদেবের তীর্থযাত্রা বিবরণ।

জন্মেজয় বলিলেন কহ মুনিবর।
তীর্থযাত্রা করিলেন কেন হলধর ॥
কহেন বৈশম্পায়ন শুনহ রাজন।
তীর্থযাত্রা কথা কহি ইথে দেহ মন ॥
নৈমিষকাননে শৌনকাদি মুনিগণ।
বসিয়া করেন মহাভারত শ্রবণ ॥
শ্রীসূত গোস্বামী গ্রন্থ করেন পঠন।
মুনি ষাটি সহস্রেক করেন শ্রবণ ॥
ব্যাসাসনে বসিয়া কথক সূত মুনি।
কহেন ভারত-কথা বিজ্ঞ চূড়ামণি ॥
এই কালে সেখানে গেলেন বলরাম।
মুনিগণ সাদরেতে করেন প্রণাম ॥
মুনিগণ দিল তাঁরে দিব্য কুশাসন।
পরস্পর হইল কুশল জিজ্ঞাসন ॥
সূত মুনি বসিয়াছে আসন উপর।
রামে অভ্যর্থনা না করিল মুনিবর ॥
মনে করে সর্ব্ব মুনি নিত্য মোরে সেবে।
সবায় প্রণাম করে আসি বলদেবে ॥
বিশেষ আছি যে ব্যাস আসন উপর।
মম সমাদর যোগ্য নহে হলধর ॥
এই বিবেচনা করি রহিল আসনে।
সমাদর না করিল রেবতীরমণে ॥
বলরাম জানিয়া সূতের অহঙ্কার।
মনে মনে করিলেন এমত বিচার ॥
কোন্ ছার সূত না করিল সম্বর্দ্ধনা।
মারিব উহারে দেখি রাখে কোনজনা ॥
ওরে সূত নরাধম অতি নীচ জাতি।
এবে জানিলাম আমি তোমার প্রকৃতি ॥
সমাদর আমারে না কর অহঙ্কারে।
মনে কর বসিয়াছ আসন উপরে ॥
এখনি মারিব তোরে সবার সাক্ষাতে।
নিজ কর্ম্ম দোষেতে ঠেকিলি মম হাতে ॥
সূত বলে শুন প্রভু বচন আমার।
অপরাধ করিনু কি অগ্রেতে তোমার ॥
ব্যাসের আসনে আমি আছি যে বসিয়া।
কিমতে উঠিব আমি তোমারে দেখিয়া ॥
ব্যাসাসনে থাকিয়া উঠিলে হয় দোষ।
এই হেতু মোরে নাথ না কর আক্রোশ ॥
সূত যদি এতেক কহিলা হলধরে।
কম্পমান হইয়া উঠেন ক্রোধভরে ॥
কাদম্বরী পানেতে পূর্ণিত ঢুলোচন।
প্রভাতের ভানু যেন লোহিত বরণ ॥
যুগল অধর কোপে কাঁপে থর থর।
কদম্ব-কুসুম যেন হৈল কলেবর ॥
বসিয়া ছিলেন রাম দেন এক লম্ফ।
দেখিয়া রামের কার্য্য সবাকার কম্প ॥
প্রলয়ের মেঘ জিনি দারুণ গর্জ্জন।
ক্ষিতি টলমল করে কাঁপে নাগগণ ॥
দিগ্‌গজ কাতর হৈল সমুদ্র উথলে।
সকল পর্ব্বত নড়ে রাম কোপানলে ॥
হলে আকর্ষিয়া সূতে আনিয়া নিকটে।
খড়্গ দিয়া কাটেন মস্তক এক চোটে ॥
দেখি হাহাকার করে যত দেবগণ।
কি হ'ল বলিয়া সবে করয়ে রোদন ॥
হায় হায় করিলেন তপস্বী সমাজ।
সবে বলে রাম না করিলে ভাল কাজ ॥
ব্রহ্মবধ তোমারে হইল মহাশয়।
করিলে দারুণ কর্ম্ম পাপে নাহি ভয় ॥

পরম পণ্ডিত সূত ধর্ম্মেতে তৎপর।
সকল পুরাণ পাঠে ব্যাসের সোসর ॥
ব্রাহ্মণ্য দিলেন ব্যাস দেখি জ্ঞানবান।
হেনজনে বধ কর অদ্ভুত বিধান ॥
তোমারে না শোভে হেন কর্ম্ম দুরাচার।
ব্রহ্মবধ কর রাম কি বলিব আর ॥
সূতের কারণে মুনিগণ মনে দুঃখ।
লজ্জাতে মলিন রাম হন অধোমুখ ॥
অন্তর্য্যামী ব্যাস পরাশরের নন্দন।
অকস্মাৎ আইলেন নৈমিষ কানন ॥
তাঁরে দেখি শৌনকাদি মুনির সমাজ।
পাদ্য অর্ঘ্য আসনে পূজিল মুনিরাজ ॥
রাম আসি প্রণমেন মুনির চরণে।
আশীর্ব্বাদ করিলেন মুনি শান্তমনে ॥
দেখিয়া রামের কার্য্য ব্যাস তপোধন।
লাগিলেন কহিবারে করুণ বচন ॥
সূত বধ করি রাম কি কার্য্য করিলা।
সূতের নিধনে রাম ব্রহ্মবধী হৈলা ॥
অষ্টাদশ পুরাণ করিয়া আমি সার।
দিলাম সে সকলের পাঠে অধিকার ॥
চৌদ্দ শাস্ত্র চারি বেদ আর যত শাখা।
ব্রাহ্মণ সূতেরে আমি করিলাম দীক্ষা ॥
আগম প্রভৃতি আর আছে তন্ত্র যত।
আমার বরেতে সূত ছিল অবগত ॥
অকারণে বধ রাম করিলা তাহারে।
ব্রহ্মহত্যা মহাপাপ হইল তোমারে ॥
রাম কন না জানিয়া হৈল দুষ্টাচার।
এ পাপ হইতে মোরে করহ উদ্ধার ॥
ব্যাস কহিলেন যত তীর্থ পৃথিবীতে।
অনুক্রমে পার যদি ভ্রমণ করিতে ॥
যতি হ'য়ে ব্রহ্মচর্য্য আরম্ভ করিয়া।
চান্দ্রায়ণ করি তীর্থ আইস ভ্রমিয়া ॥
কর যজ্ঞ হোম আর ব্রাহ্মণ-ভোজন।
নানা দান দিবে দ্বিজে অতিথি-সেবন ॥
ইত্যাদি কহিয়া ব্যাস গেলেন স্বস্থান।
তীর্থযাত্রা হেতু রাম করেন বিধান ॥
সূতের তনয় ছিল নাম তার সৌতি।
ডাকিয়া আনেন তারে রেবতীর পতি ॥
কহিলেন কর পিতৃশ্রাদ্ধাদি তর্পণ।
শ্রাদ্ধ করি করাইল ব্রাহ্মণ-ভোজন ॥
পুনঃ তারে বলদেব করিয়া আহ্বান।
পুরাণ পাঠের হেতু করেন বরণ ॥
ব্যাসাসনে সৌতিরে বসান হলধর।
দেখি মুনিগণ হন সহর্ষ অন্তর ॥
মুনিগণে বিদায় হইয়া হলপাণি।
চলিলেন তীর্থযাত্রা করিতে আপনি ॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুনহ রাজন।
কহিব অপূর্ব্ব কথা অতি পুরাতন ॥
কৌরব পাণ্ডবে পাশা খেলাইল যবে।
বলরাম তীর্থ হেতু চলিলেন তবে ॥
জন্মেজয় কহিলেন কহ বিবরিয়া।
কোন কোন তীর্থে রাম গেলেন ভ্রমিয়া
মনেতে ভাবিয়া ব্যাসদেবের চরণ।
কাশীরাম দাসের পয়ার বিরচন ॥

বশিষ্ঠ তীর্থের বিবরণ কথন।

বলেন বৈশম্পায়ন শুন নরপতি।
যেই যেই তীর্থে রাম করিলেন গতি ॥
একমন হইয়া শুনহ নরবর।
ইহার শ্রবণেতে নিষ্পাপ হয় নর ॥
গেলেন বশিষ্ঠ তীর্থে সরস্বতী তীরে।
স্নান করি দান করিলেন ধনার্থীরে ॥
ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইয়া বলরাম।
অতিথি সেবিয়া পূর্ণ করিলেন কাম ॥
রাজা বলে সেই তীর্থ হৈল কি কারণ।
বশিষ্ঠ তীর্থের কথা কহ তপোধন ॥
মুনি বলে অবগতি কর মহারাজ।
যে হেতু বশিষ্ঠ তীর্থ শুন তার কায ॥
বিশ্বামিত্রে বশিষ্ঠে বিবাদ অনুক্ষণ।
পূর্ব্বে কহিয়াছি আমি এ সব বচন ॥
বড়ই তেজস্বী ক্রোধী মুনি বিশ্বামিত্র।
যুক্তিতে মারিল বশিষ্ঠের শত পুত্র ॥

সৌদাস রাজারে ব্রহ্মরাক্ষস করিয়া।
বশিষ্ঠের পুত্র মুনি দেখাইল নিয়া ॥
শক্তিরে ধরিয়া রাজা করিল ভক্ষণ।
গর্ভ মধ্যে আছিলেন শক্তির নন্দন ॥
পরাশর হইলেন বংশের রক্ষণ।
তাঁর পুত্র হইলেন ব্যাস তপোধন ॥
এই বিসম্বাদে দোঁহে রাত্রি দিবা আছে।
বশিষ্ঠ করেন স্থিতি সরস্বতী কাছে ॥
পূর্ব্বকূলে বশিষ্ঠের আশ্রম সুন্দর।
তথা রহি তপস্যা করেন মুনিবর ॥
বশিষ্ঠের সঙ্গে দ্বন্দ্ব সতত করিতে।
বিশ্বামিত্র রহিলেন পশ্চিম কূলেতে ॥
কিছুকাল উভয়ে থাকেন দুই পারে।
বশিষ্ঠের ইচ্ছা নাহি দ্বন্দ্ব করিবারে ॥
কলহে আসক্ত বড় বিশ্বামিত্র মুনি।
নিরন্তর বশিষ্ঠের ছিদ্র অনুমানি ॥
অগাধ সলিল বহে নাহি পারাপার।
দুজনে দেখিতে পান আশ্রম দোঁহার ॥
বশিষ্ঠের মনে নাহি কলহ বিবাদ।
বিশ্বামিত্র চাহে বশিষ্ঠের অপরাধ ॥
একদিন বিশ্বামিত্র আশ্রমে বসিয়া।
সরস্বতী নদীরে ডাকিল আশ্বাসিয়া ॥
বিশ্বামিত্র-ভয়ে ভীতা সদা সরস্বতী।
সাক্ষাৎ করিল গিয়া ধরিয়া আকৃতি ॥
বিশ্বামিত্র কহে শুন নদী সরস্বতী।
এক কথা কহি আমি কর অবগতি ॥
বশিষ্ঠে আমাতে দ্বন্দ্ব আছে পূর্ব্বাপর।
বিশেষ জানহ তুমি সব কথান্তর ॥
বশিষ্ঠ আছেন যোগে বসিয়া আসনে।
অন্তর্ব্বাহ্য জ্ঞান তার নাহিক কথনে ॥
জলে একাকার করি ভাসায়ে মুনিরে।
অবিলম্বে বশিষ্ঠেরে আনহ এ পারে ॥
শুনি সরস্বতী ভ'য়ে করিল স্বীকার।
কি জানি শাপিতে পারে মুনি দুরাচার ॥
আপনার স্থানে যান নদী সরস্বতী।
নিশা মধ্যে জলপূর্ণা হইলেন অতি ॥
বশিষ্ঠের আশ্রম ভাঙ্গিয়া স্রোতজলে।
ভাসাইয়া বশিষ্ঠে আনিল পরকূলে ॥
বশিষ্ঠ আছেন ধ্যানে কিছু নাহি জ্ঞান।
উপনীত করিলেন বিশ্বামিত্র স্থান ॥
দেখি বিশ্বামিত্র বড় আনন্দ হৈয়া।
সরস্বতী প্রতি কহে আশ্বাস করিয়া ॥
বশিষ্ঠেরে আপনি রাখহ এই খানে।
খড়্গ আনি গিয়া আমি ইহার নিধনে ॥
ভয়ে সরস্বতী বড় হইল ফাঁপর।
অঙ্গীকার করিল করিয়া যোড়কর ॥
বিশ্বামিত্র খড়্গ আনিবারে গেল যদি।
ভয়েতে ভাবিতে লাগিলেন পুণ্যনদী ॥
বড়ই দুর্ব্বার বিশ্বামিত্র মুনিরাজ।
বশিষ্ঠেরে আনিয়া নহিল ভাল কাজ ॥
আপন আশ্রমে মুনি আছিল বসিয়া।
এ পারে আনিনু আমি জলে ভাসাইয়া ॥
আমা হৈতে মুনিবর ত্যজিলেন প্রাণ।
ব্রহ্মবধি হৈব আমি জানিনু বিধান ॥
ব্রহ্মবধ পাপ নাহি খণ্ডে কদাচন।
এ অসৎ কর্ম্ম করিলাম কি কারণ ॥
বিশ্বামিত্র শাপভয়ে হইয়া আকুল।
আপন কর্ম্মের দোষে হারানু দুকূল ॥
বিশ্বামিত্র যেবা করে শাপিয়া আমার।
কৃপাবশে কোন দেব করিবে উদ্ধার ॥
ব্রহ্মহত্যা পাপভয়ে কম্পিত অন্তর।
মুনিরে বাঁচাই আমি যা করে ঈশ্বর ॥
এত ভাবি বশিষ্ঠেরে পুনঃ ভাসাইয়া।
নিজাশ্রমে পুনর্ব্বার স্থাপিল লইয়া ॥
মুনিরে রাখিয়া সরস্বতী লুকাইলা।
খড়্গ ল'য়ে বিশ্বামিত্র সে স্থানে আইলা ॥
দেখিল বশিষ্ঠ গেল আপন আশ্রমে।
সরস্বতী নদী আর নাহি সেইখানে ॥
ক্রোধমন হ'য়ে বলে বিশ্বামিত্র মুনি।
আমারে হেলন তুই করিলি পাপিনি ॥
ইহার উচিত ফল দিব তোর তরে।
তোরে শাপ দিব কেহ খণ্ডাইতে নারে ॥

রজঃস্বলা হও তুমি দিলাম এ শাপ।
শোণিত হউক সদা তব সব অপ ॥
প্রেত ভূত পিশাচ আনন্দ সবাকার।
অনায়াসে রক্তপান করে অনিবার ॥
রক্ত-মাংসহারী সব পৃথিবী ভ্রমিয়া।
থাকিত শোণিত বিনা উপোষ করিয়া ॥
বিশ্বামিত্র-প্রসাদে আহ্লাদ সবাকার।
শোণিত করয়ে পান নাহিক নিবার ॥
বিশ্বামিত্রে প্রশংসা করয়ে সর্ব্বজন।
ধন্য ধন্য বিশ্বামিত্র মহা তপোধন ॥
যাহার প্রসাদে মোরা করি রক্তপান।
সকল মুনির মধ্যে তুমি ভাগ্যবান ॥
রাক্ষস আদির বড় হইল আনন্দ।
রাজঋষি দেবঋষি সদা নিরানন্দ ॥
সরস্বতী স্নান নাহি করে মুনিগণ।
হাহাকার করিয়া কহেন সর্ব্বজন ॥
ধর্ম্মপথ বিনাশিল বিশ্বামিত্র মুনি।
সংসারে হইল হেন কুযশ কাহিনী ॥
নারদাদি মুনি গিয়া ব্রহ্মারে কহিল।
সরস্বতী নদী বিশ্বামিত্র বিনাশিল ॥
রজঃস্বলা হও বলি অভিশাপ দিল।
আদ্যোপান্ত পর্য্যন্ত শোণিত জল হৈল ॥
স্নান তর্পণাদি নাহি হৈল সবাকার।
শোণিত হইল জল রাক্ষস-আহার ॥
ইহার উপায় প্রভু করহ আপনি।
নারদের বাক্যেতে কহিল পদ্মযোনি ॥
মহেশের সেবা সব কর মুনিগণ।
উপায় না দেখি কিছু বিনা ত্রিলোচন ॥
ত্রিলোচন তুষ্ট হৈলে সকল মঙ্গল।
রক্তজল দূর হ'য়ে হবে পূর্ব্বজল ॥
এতেক শুনিয়া মুনি ব্রহ্মার বচন।
সরস্বতী তীরে গেল যথা মুনিগণ ॥
ব্রহ্মার বচন সবে কহিল সাদরে।
আজ্ঞা করিলেন ব্রহ্মা শিব সেবিবারে ॥
মহেশ সদয় হৈলে হইবেক জল।
আরাধনা কর সবে সেবক বৎসল ॥
ইহা কহি দেবঋষি করেন গমন।
ব্রাহ্মণেরা করিলেন শিব আরাধন ॥
নিরাহারে একমনে হরের চরণ।
করিয়া মৃণ্ময় লিঙ্গ করয়ে পূজন ॥
শর্করা তণ্ডুল ঘৃত মধু পুষ্প দিয়া।
শিব শিব বলি কেহ বেড়ায় নাচিয়া ॥
হর মহেশ্বর শিব অনাথের গতি।
শূলপাণি শঙ্কর পিনাকী পশুপতি ॥
নীলকণ্ঠ উমাকান্ত ত্রিপুরনাশন।
পার্ব্বতীর প্রাণনাথ মদনমোহন ॥
অনাদি-নিধন জ্ঞানযোগের ঈশ্বর।
ধুস্তুর কুসুম প্রিয় দেব জটাধর ॥
প্রথম ঈশ্বর হর প্রেত ভূত সঙ্গ।
হরিহর একতনু গৌরী অর্দ্ধ অঙ্গ ॥
বৃষভ-বাহন ত্রিনয়ন ভূতনাথ।
সত্ত্বরজস্তমোগুণে তুমি অবিদিত ॥
ইত্যাদি অনেক স্তব করে মুনিগণ।
হইল প্রসন্ন তবে দেব পঞ্চানন ॥
বলদবাহন হাতে ত্রিশূল ডমরু।
বিল্বপত্র ত্রিপত্র শিরেতে শোভে চারু ॥
রজত পর্ব্বত জিনি শুভ্র কলেবর।
জটা বিভূষণ শোভে চারু শশধর ॥
শুভ্র পদ্ম জিনি আভা বেষ্টিত অমর।
ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান ভস্ম অঙ্গোপর ॥
এইরূপে সাক্ষাৎ হৈলেন কৃত্তিবাস।
দেখি মুনিগণে বড় হইল উল্লাস ॥
মহেশ কহেন বর মাগ মুনিগণ।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ যেবা লয় মন ॥
মুনিগণ বলে প্রভু যদি কর দয়া।
ইষ্টবর মাগি দেহ ছাড়ি নিজ মায়া ॥
রক্তজল হইয়াছে সরস্বতী নদী।
পূর্ব্বমত জল হোক আজ্ঞা কর যদি ॥
তথাস্তু বলিয়া হর কহিলেন কথা।
তেমন হইল জল পূর্ব্বে ছিল যথা ॥
আদ্যোপান্ত হইল সলিল মনোহর।
কহিলেন তীর্থের মহিমা মহেশ্বর ॥

হইল বশিষ্ঠ তীর্থ ইহার আখ্যান।
এই পুণ্যজলে যেই করে স্নানদান॥
ব্রহ্মহত্যা সুরাপান করে যেই জন।
মিত্রদ্রোহ করে যেই স্থাপিত হরণ॥
গুরুদারা হরে যেই পাপিষ্ঠ দুর্ম্মতি।
কোনকালে নাহি তার পরলোকে গতি॥
ইত্যাদি পাতকী যদি এতে করে স্নান।
সর্ব্বপাপ নষ্ট হয় ইথে নাহি আন॥
কোটি কোটি জন্মপাপ খণ্ডয়ে প্রসঙ্গে।
ইহা কহি গেলেন স্বস্থানে হর রঙ্গে॥
শুনিয়া নিরক্ত হৈল সরস্বতী জল।
হাহাকার করি এল রাক্ষস সকল॥
মুনিগণে আসিয়া কৈল ক্রোধবাণী।
আমাদের ভক্ষ্য কেন করিয়াছ হানি॥
দুঃখ পাব মোরা সব আহার লাগিয়া।
তপোবনে তোমা সবে খাইব ধরিয়া॥
নতুবা আমার ভক্ষ্য করি দেহ মুনি।
অকার্য্য হইবে পাছে বলি হিতবাণী॥
রাক্ষস সকল শুন কহে মুনিগণ।
আজি হৈতে ভক্ষ্য তব হৈল নিরূপণ॥
যজ্ঞশেষ দ্রব্য যত উদ্বৃত হইবে।
সে সকল দ্রব্য সব তোমরা খাইবে॥
পর্য্যুষিত অন্ন, হাঁড়ি মধ্যে যাহা রাখে।
সেই সব ভক্ষ্য হৈল খাও গিয়া সুখে॥
এত বলি মুনিগণ হৈল অন্তর্দ্ধান।
রাক্ষস সকল গেল নিজ নিজ স্থান॥
তথা উত্তরিয়া রাম করিলেক স্নান।
দ্বিজগণে ভুঞ্জাইয়া দিল বহু দান॥
নানারূপে দ্বিজেরে করেন পরিতোষ।
শুনিয়া ত জন্মেজয় পাইল সন্তোষ॥
ভারতের পুণ্যকথা সমান পীযূষ।
কাশীরাম কহে নর হয় নিষ্কলুষ॥

সোমতীর্থ প্রস্তাবে কার্ত্তিকের জন্মকথা।

কহেন বৈশম্পায়ন শুন একমনে।
সোমতীর্থে রাম চলিলেন পর্য্যটনে॥
তথা গিয়া স্নানদান করে বহুতর।
বসন কাঞ্চন গাভী দিলেন বিস্তর॥
জিজ্ঞাসেন জন্মেজয় কহ তপোধন।
সোমতীর্থ নাম হৈল কিসের কারণ॥
মুনি বলে কহিব পুরাণ ইতিহাস।
একমনে শুন রাজা করিয়া বিশ্বাস॥
পূর্ব্বকালে শিব দুর্গা কৈলাস শিখরে।
অত্যন্ত আকুল-চিত্ত শয়ন-মন্দিরে॥
বহুকাল দুইজনে হয় রতিরঙ্গ।
বিপরীত প্রেম বাড়ে নাহি হয় ভঙ্গ॥
মহেশের বীর্য্য যে পড়িল হেনকালে।
অসহ্য দেখিয়া গৌরী ফেলে গঙ্গাজলে॥
সহিতে নারিল গঙ্গা শিববীর্য্য তাপ।
অকস্মাৎ তাহার হৃদয়ে হৈল কাঁপ॥
গঙ্গা ভাসাইয়া ল'য়ে শরমূলে ফেলে।
ষড়মুখ কুমার তাহে জন্মিল সুকালে॥
রোহিণী প্রভৃতি যে চন্দ্রের ছয় নারী।
উত্তম কুমার দেখি নিল কোলে করি॥
সমান ধারাতে স্তন দিল ছয় মুখে।
কার্ত্তিক বলিয়া নাম রাখিলেন সুখে॥
কৃত্তিকা তাহারে অগ্রে কোলে করেছিল।
এই হেতু কার্ত্তিক তাহার নাম হৈল॥
মহাবলবান শিশু শিবের কুমার।
দেবগণ আসিলেন তাঁরে দেখিবার॥
দেখিয়া সন্তুষ্ট হৈল যত দেবগণ।
হেনকালে শিবে কহে সহস্রলোচন॥
দেবসেনা কন্যা আছে পরমা সুন্দরী।
কার্ত্তিকে বিবাহ দিব কহ ত্রিপুরারি॥
দেবসেনাপতি নাম হইবে ইহার।
তারকাদি অসুরেরে করিবে সংহার॥
অনুমতি দেন হর হ'য়ে হৃষ্টমনা।
কার্ত্তিকের অধীন হইল দেবসনা॥
দেবসেনাপতি করি করিল বরণ।
নানা অস্ত্র আনি তারে দিল দেবগণ॥
কার্ত্তিক হইল যদি দেব সেনাপতি।
হইলেন দেবগণ আনন্দিত মতি॥

তারকের যুদ্ধে ইন্দ্র হারিয়া আপনি।
কার্ত্তিকের শরণাগত হৈল বজ্রপাণি ॥
কার্ত্তিকে বিনয়ে কহে দেব সহস্রাক্ষ।
আপনি নিধন কর দৈত্য তারকাখ্য ॥
ইন্দ্রবাক্যে কার্ত্তিক করেন অঙ্গীকার।
সমরে তারকা আমি করিব সংহার ॥
এতেক কহিল যদি দেব ষড়ানন।
তার পরাক্রম সব জানি দেবগণ ॥
সবে মেলি অস্ত্র আনি দিল কার্ত্তিকেরে।
সহস্রলোচন বজ্র দিল তার করে ॥
শঙ্কর দিলেন শূল বিষ্ণু চক্রবাণ।
যাহার প্রতাপে দৈত্য নাহি ধরে টান ॥
উৎক্রান্তি শক্তি দান করিল শমন।
বরুণ দিলেন পাশ লোকে অনুপম ॥
সর্ব্ব বলে যুক্ত হৈয়া যত দেবগণ।
কার্ত্তিকের সঙ্গে রণে করেন গমন ॥
নানাবাদ্য বাজাইছে যত দেবগণ।
শুনিয়া তারকাসুর কোপাবিষ্ট মন ॥
আপনার সেনাগণে সাজন করিয়া।
যুদ্ধ করিবার হেতু আইল ধাইয়া ॥
মহা কোলাহল হৈল নাহিক অবধি।
দেবতাগণের হৈল অসুর বিবাদী ॥
যুঝেন কার্ত্তিক একা মনে নাহি ভয়।
চারিদিকে দৈত্যগণ নিঃশঙ্কহৃদয় ॥
আগে বাক্‌যুদ্ধ শেষে করে অস্ত্রাঘাত।
সংগ্রামে তারকাসুর যুঝে দৈত্যনাথ ॥
অস্ত্রে অস্ত্রে নিবারয়ে যার যত শিক্ষা।
গুরুস্থানে যত অস্ত্র পাইলেন দীক্ষা ॥
কার্ত্তিকের বাণে কার' নাহিক নিস্তার।
দৈত্যের সকল সৈন্য করিল সংহার ॥
মন্ত্রপূত করি শক্তি লইলেন হাতে।
কার্ত্তিক মারেন তাহা তারকের মাথে ॥
শক্তির আঘাতে দৈত্য চূর্ণ হৈল কায়।
শেষ সেনাপতি যত সকলে পলায় ॥
বাণ নামে সেনাপতি তারকার ছিল।
ভয়ে পলাইয়া ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতে রহিল ॥
বাণ না মরিল দেবতাগণের হুতাশ।
অঞ্জলি করিয়া কহে কার্ত্তিকের পাশ ॥
বাণ যদি না মরিল নহে ভাল কার্য্য।
কোন দিনে দেবে মারি লবে দেবরাজ্য ॥
এতেক কহিল যদি সব দেবগণ।
বাণেরে মারিতে চলিলেন ষড়ানন ॥
বাণ ছিল ক্রৌঞ্চ গিরিগহ্বরে পশিয়া।
শরে শক্তিধর গিরি ফেলেন ভেদিয়া ॥
ব্রহ্মার বচনে সেই স্থান তীর্থ হয়।
স্নানদানে সেখানে অসংখ্য পাপক্ষয় ॥
মুনি বলে শুনিয়া কার্ত্তিক জন্মকথা।
হলধর হইলেন উপনীত তথা ॥
স্নান যজ্ঞ করিলেন দান বহুতর।
ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলেন বিস্তর ॥
দধীচির তীর্থে তবে গেলেন লাঙ্গলী।
স্নানদান করিলেন হ'য়ে কুতূহলী ॥
শুনিয়া জন্মেজয় বলে তপোধন।
দধীচি তীর্থের কথা কহ বিবরণ ॥
ভারতের পুণ্যকথা সমান পীযূষ।
যাহার শ্রবণে হয় নর নিষ্কলুষ ॥

দধীচি তীর্থের বিবরণ।

বলেন বৈশম্পায়ন শুন কুরুরায়।
দধীচি তীর্থের কথা জানাই তোমায় ॥
ত্বষ্টা নামে মুনি এক বিরিঞ্চি-নন্দন।
মহাতেজোময় ছিল মহাতপোধন ॥
অসুরের কন্যা এক বিবাহ করিল।
ত্রিশিরা নামেতে পুত্র তাহাতে জন্মিল ॥
তিন মুণ্ড হৈল তার দেখিতে সুন্দর।
একমুখে বেদপাঠ করে নিরন্তর ॥
আর মুখে রামনাম করে অহর্নিশি।
অন্য মুখে মদ্যপান করে মহাঋষি ॥
মুনিপুত্র যজ্ঞ করে যখন যেখানে।
লুকাইয়া যজ্ঞভাগ দেয় দৈত্যগণে ॥
মাতামহকুলে তার বড়ই আদর।
দেবগণ জানিল সকল সমাচার ॥

ইন্দ্রকে কহিল শুন দেবতার পতি।
দেখ ত্বষ্টামুনি পুত্র করিছে অনীতি॥
লুকাইয়া যজ্ঞভাগ দেয় মাতামহে।
এতেক বচন ইন্দ্রে দেবগণ কহে॥
শুনিয়া কুপিল ইন্দ্র অগ্নির সমান।
দেবগণে সাম্যবাক্যে কৈল সমাধান॥
খড়্গ দিয়া ত্রিশিরার কাটিলেন মাথা।
শুনিয়া সন্তুষ্ট হৈল সকল দেবতা॥
ত্বষ্টা মুনি পাইল সকল সমাচর।
শচীপতি প্রতি রোষ করিল অপার॥
যজ্ঞ করে ত্বষ্টা মুনি ইন্দ্রে কোপ করি।
সঘনে অমরগণ কম্পে থরহরি॥
যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিতে জন্মিল নন্দন।
বৃত্রাসুর নাম তার অতি সুলক্ষণ॥
পরম তেজস্বী সেই বৃত্র মহাশয়।
ত্রিভুবনে কোন জনে নাহি করে ভয়॥
বিষ্ণুপরায়ণ হৈল পরম বৈষ্ণব।
তার কর্ম্ম দেখি ভয়ে কাঁপয়ে বাসব॥
মিলিল অনেক সৈন্য বৃত্রের সংহতি।
ইন্দ্রত্ব লইল খেদাড়িয়া সুরপতি॥
সকল অমরগণে লণ্ডভণ্ড কৈল।
স্বর্গের দেবতাগণ ভয়ে লুকাইল॥
পলাইয়া গেল সব ব্রহ্মার সদন।
ব্রহ্মারে কহিল গিয়া সব বিবরণ॥
বৃত্রাসুর লইল সকল অধিকার।
আপনি ইহার প্রভু কর প্রতিকার॥
প্রজাপতি বলিলেন শুন দেবগণ।
দেবের অবধ্য ত্বষ্টা মুনির নন্দন॥
নারায়ণ স্থানে সবে করহ গমন।
নিজ নিজ দুঃখ কথা কর নিবেদন॥
এত বলি দেবগণে লইয়া সংহতি।
নারায়ণ সমীপে গেলেন প্রজাপতি॥
গোলোকধামেতে যথা দেব নারায়ণ।
উপনীত হইলেন সহ দেবগণ॥
প্রণাম করিল গিয়া অমর নিকর।
বসিতে আদেশ করিলেন বিশ্বম্ভর॥
আদেশ পাইয়া সবে বসে সন্নিধানে।
কহেন চতুরানন বিনয় বচনে॥
শুন প্রভু নারায়ণ আমার বচন।
তোমার চরণে কিছু করি নিবেদন॥
মহাভারতের কথা সমান পীযূষ।
যাহার শ্রবণে হয় নর নিষ্কলুষ॥
গদাপর্ব্ব ভারতের অপূর্ব্ব কথন।
কাশীরাম দাসের পয়ার বিরচন॥

দেবগণ কর্তৃক বিষ্ণুর স্তব।

ব্রহ্মা আদি সুরগণ, একান্ত একাগ্রমন,
স্তুতি করি হরির চরণে।
শুন প্রভু নারায়ণ, যতেক দেবতাগণ,
নিবেদন করে এক মনে॥
হে মধুকৈটভ অরি, আমরা ভয়েতে মরি,
বৃত্রাসুর নিল অধিকার।
বৈসে ইন্দ্র সিংহাসনে, খেদাড়িল দেবগণে,
অমরের নাহিক নিস্তার॥
ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব নিল, ভয়ে ইন্দ্র পলাইল,
অমরের নিল রাজদণ্ড।
দেবতা ছাড়িল ধর্ম্ম, লইল অগ্নির কর্ম্ম,
বরুণে করিল লণ্ডভণ্ড॥
পবনের অধিকার, লইলেক দুরাচার,
চন্দ্রার্কের কি কব দুর্গতি।
বৃত্র করে পরাভব, ইন্দ্রাদি দেবতা সব,
মনুষ্য সমান ভ্রমে ক্ষিতি॥
দারুণ দৈত্যের ভয়, প্রাণ নাহি স্থির হয়,
দেবতার নাহিক নিস্তার।
তুমি ত্রিলোকের পতি, সকল দেবের গতি,
চিন্তহ ইহার প্রতিকার॥
রজোগুণে দিয়া দৃষ্টি, আপনি করিলা সৃষ্টি,
সত্ত্বগুণে করহ পালন।
সৃজন পালন নাশ, তব কর্ম্ম সুপ্রকাশ,
তমোগুণে কর সংহরণ॥
ইত্যাদি অনেক স্তব, করিল দেবতা সব,
শুনিয়া দুঃখিত ভগবান।

সম্বোধিয়া দেবগণে, কহিল সরল মনে,
দেবগণ কর অবধান ॥
ভারত মঙ্গল কথা, শুনিতে খণ্ডয়ে ব্যথা,
সকলের কলুষ বিনাশ।
গদাপর্ব্ব সুধাধার, ব্যাসের বচন সার,
পাঁচালী রচিল কাশীদাস ॥

দধীচির অস্থিতে বজ্র নির্ম্মাণ।

গোবিন্দ কহেন শুন সকল দেবতা।
খণ্ডিবে সকল দুঃখ দূর হবে ব্যথা ॥
আমার অবধ্য বৃত্র শুন দেবগণ।
আমার পরম ভক্ত শুনহ বচন ॥
দধীচি মুনির অস্থি আন সর্ব্বজন।
তাহাতে করহ অস্ত্র বজ্র সুগঠন ॥
সেই অস্ত্রে বৃত্রাসুর হইবে নিধন।
এই তার বধোপায় আছে নিরূপণ ॥
শুনি ইন্দ্র কহিতে লাগিল যুড়ি কর।
দধীচি ছাড়িবে কেন নিজ কলেবর ॥
অনেক পুণ্যেতে হয় মনুষ্যের কায়।
নিজ কায় কেমনে ছাড়িবে মুনিরায় ॥
তাহাতে ব্রাহ্মণ অঙ্গ শ্রেষ্ঠতম গণি।
ব্রাহ্মণ-শরীর হৈলে মুক্ত হয় প্রাণী ॥
চৌরাশী সহস্র যোনি ভ্রমণ করিয়া।
পশ্চাৎ ব্রাহ্মণ জন্ম লভয়ে আসিয়া ॥
কর্ম্মক্রমে পারে যদি সাবধান হ'তে।
দুই জন্মে মুক্ত হয় কহি বেদমতে ॥
কহ প্রভু ইহার বিধান অনুসারে।
কোনমতে নিধন করিল বৃত্রাসুরে ॥
গোবিন্দ কহেন শুন সকল দেবতা।
দধীচির পূর্ব্বেকার কহি এক কথা ॥
পরম দয়ালু মুনি উপকারে রত।
পর উপকারে প্রাণ ত্যজে অতি দ্রুত ॥
স্বর্গ বৈদ্য অশ্বিনীকুমার দুই জন।
উপাসনা হেতু গেল দধীচি সদন ॥
অনেক বিনয়ে স্তব কৈল মুনিবরে।
সদয় হইয়া মুনি জিজ্ঞাসে দোঁহারে ॥
কি হেতু আইলে দোঁহে আমার সদন।
কি কার্য্য সাধিব শীঘ্র কহ দুই জন ॥
আপনার প্রাণ দিলে যদি কার্য্য হয়।
অবশ্য কর্ত্তব্য এই কহিনু নিশ্চয় ॥
অশ্বিনীকুমার বলে শুন মুনিবর।
তোমার হইব শিষ্য দুই সহোদর ॥
শুনিয়া কহেন মুনি করিব অবশ্য।
উপদেশ দিয়া দোঁহে করি লব শিষ্য ॥
অঙ্গীকার করি আমি নাহিক সংশয়।
আজি দিন ভাল নহে যাহ নিজ গৃহ ॥
এই বাক্য শুনি দোঁহে প্রণাম করিয়া।
আপন ভবনে গেল বিদায় হইয়া ॥
এ কথা শুনিয়া ইন্দ্র নারদের স্থানে।
তখনি গেলেন দধীচির সন্নিধানে ॥
ইন্দ্রেরে দেখিয়া মুনি করিল আদর।
পাদ্য অর্ঘ্য আসনেতে পূজিল বিস্তর ॥
সন্তুষ্ট হইয়া ইন্দ্র বসেন আসনে।
দধীচি জিজ্ঞাসে তারে মধুর বচনে ॥
কিবা হেতু আগমন হৈল সুরেশ্বর।
কি কার্য্য সাধিব আজ্ঞা করহ সত্বর ॥
পুরন্দর কহে শুন মুনি মহাশয়।
হেথায় আসিয়াছিল অশ্বিনীতনয় ॥
শুনিলাম আপনি করাবে উপাসনা।
এই হেতু আইলাম করিতে যে মানা ॥
তবে যদি তাহারে করিবে তুমি শিষ্য।
তোমার মস্তক আমি কাটিব অবশ্য ॥
ইন্দ্রের শুনিয়া কথা কহে মুনিবর।
শিক্ষা নাহি দিব বিদ্যা জেনো পুরন্দর ॥
এত শুনি বিদায় হইল সুরপতি।
জিজ্ঞাসেন জন্মেজয় মুনিবর প্রতি ॥
ইহার কারণ মুনি বলহ আমারে।
ইন্দ্র কেন নিষেধ করিল দধীচিরে ॥
কোন শাস্ত্রে বড় ইন্দ্র অশ্বিনীকুমারে।
বিশেষ করিয়া মুনি কহিবা আমারে ॥
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
যে হেতু নিষেধ করে সহস্রলোচন ॥

ইন্দ্র-উপাসিতা যেই বিদ্যা সারাৎসার।
মুনিরে মাগিল তাহা অশ্বিনীকুমার ॥
যেই বিদ্যা প্রভাবে বাসব স্বর্গপতি।
গ্রহণ করিবে মম বিদ্যা মূঢ়মতি ॥
সে বিদ্যা গ্রহণে হবে সমান আমার।
মন্ত্রবলে নিতে পারে মম অধিকার ॥
এতেক ভাবিয়া ইন্দ্র করিল নিষেধ।
শুন রাজা পূর্ব্বকার বৃত্তান্ত বিভেদ ॥
শুনিয়া সে জন্মেজয় হৈল হৃষ্টমন।
হরি পুনঃ কি কহেন কহ তপোধন ॥
বিদায় হইয়া যদি আখণ্ডল গেল।
দোঁহে মুনি সন্নিধানে প্রভাতে আইল ॥
মুনিবরে প্রণমিয়া দুই সহোদর।
নিকটে বসিল দোঁহে হরিষ অন্তর ॥
কথোপকথন বহু হৈল মুনি সনে।
ইন্দ্রের সংবাদ মুনি কহে দুইজনে ॥
উপদেশ তোমায় করাই যদি আমি।
মম শিরশ্ছেদন করিবে সুরস্বামী ॥
তোমা দোঁহে মন্ত্র দিয়া হারাইব প্রাণ।
বুঝি দুইজনে ইহা কর সমাধান ॥
অশ্বিনীকুমার বলে শুন মহাশয়।
এই বাক্যে কদাচিত না করিহ ভয় ॥
অনেক ঔষধ মোরা জানি মুনিবর।
ক্ষণে জিয়াইতে পারি মৃত কলেবর ॥
স্বর্গ বৈদ্য অশ্বিনীকুমার দুই ভাই।
যতেক ঔষধি কিছু অগোচর নাই ॥
প্রতিজ্ঞা করিল ইন্দ্র কাটিবে তোমায়।
মম এক নিবেদন শুন মহাশয় ॥
কাটিয়া তোমার মুণ্ড রাখি গুপ্তস্থানে।
গুপ্ত মুণ্ড কথা যেন ইন্দ্র নাহি জানে ॥
অশ্বমুণ্ড তব স্কন্ধে করিয়া যোজন।
সেই মুণ্ডে মন্ত্র মোরা লব দুইজন ॥
মন্ত্র দিলে দেবরাজ কুপিত হইয়া।
তোমার অশ্বের মুণ্ড যাবেক কাটিয়া ॥
তোমার স্বকীয় মুণ্ড মোরা দুইজন।
পুনরপি তব স্কন্ধে করিব যোজন ॥

শুনিয়া দধীচি মুনি করিল স্বীকার।
মুনি শির কাটিলেন অশ্বিনীকুমার ॥
অশ্বমুণ্ড যোড়া দিল মুনিবর স্কন্ধে।
পরাণ পাইল মুনি নাঁহি কোন সন্ধে ॥
বিদায় লইয়া দোঁহে গেল নিকেতন।
নারদ জানিয়া গেল সব বিবরণ ॥
সকল সংবাদ কহিলেন পুরন্দরে।
খড়্গ হাতে করি ইন্দ্র যায় ক্রোধভরে ॥
যোগে যথা আছে বসি সে দধীচি মুনি।
তথা গিয়া উপনীত হৈল বজ্রপাণি ॥
দেখিল ধেয়ানে মুনি আছয়ে বসিয়া।
মুনির অশ্বের মুণ্ড ফেলিল কাটিয়া ॥
অশ্বমুণ্ড লইয়া ইন্দ্র করিল গমন।
দধীচি মুনির স্কন্ধ আছয়ে তেমন ॥
অশ্বিনীকুমার চর ছিল সেইখানে।
দ্রুতগতি বার্ত্তা দিল ভাই দুইজনে ॥
অশ্বিনীকুমার তথা গেল শীঘ্রতর।
মুনিমুণ্ড যুড়িলেক স্কন্ধের উপর ॥
ঔষধ পরশে মুনি পাইল পরাণ।
অশ্বিনীকুমারে বহু করিল বাখান ॥
শুন সবে দধীচি মুনির আখ্যন্তর।
পরকার্য্যে দিল মুনি নিজ কলেবর ॥
সকলে চলিয়া যাহ দধীচির স্থান।
দেবের কারণে মুনি ছাড়িবে পরাণ ॥
এতেক কহেন যদি দেব নারায়ণ।
বিদায় হইল তবে যত দেবগণ ॥
প্রণাম করিয়া সবে চলিল সত্বরে।
সঙ্গেতে করিয়া নিল অশ্বিনীকুমারে ॥
উপনীত হৈল যথা মুনি মহাশয়।
প্রণাম করিল গিয়া দেবতা-নিচয় ॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া মুনি পূজিল সবারে।
বসিল সকল দেব আসন উপরে ॥
জিজ্ঞাসিল মুনিবর গমন কারণ।
কহিতে লাগিল তবে সহস্রলোচন ॥
অবধান কর মুনি তপের গোঁসাই।
নিজ নিবেদন কথা কহিতে ডরাই ॥

বৃত্রাসুর হইল ত্রিদিব অধিকারী।
নারায়ণ স্থানে সবে করিনু গোহারী ॥
কহিলেন কৃষ্ণ বৃত্র-বধের কারণ।
সকল দেবতা যাহ দধীচি সদন ॥
দেব উপকার হেতু মুনির কুমার।
দয়া করি ছাড়িবেন প্রাণ আপনার ॥
তাঁর অস্থি ল'য়ে অস্ত্র কর আখণ্ডল।
বজ্রাঘাতে মারহ দানব মহাবল ॥
শুন মুনি রক্ষা হয় না হয় অন্যথা।
আপনার প্রাণ যদি ছাড়হ সর্ব্বথা ॥
মুনি বলে হেন বাক্য নাহি শুনি কাণে।
পরের লাগিয়া কেহ ছাড়ে নিজ প্রাণে ॥
অনেক পুণ্যেতে প্রাণী নরযোনি পায়।
কেমনে ছাড়িতে তাহা বল দেবরায় ॥
দুর্ল্লভ জনম এই মনুষ্য উত্তম।
আর যত দেহ দেখ সকলি অধম ॥
শূকর জনম হৈয়া বিষ্ঠা মূত্র খায়।
শরীর ছাড়িতে তার মনে ব্যথা পায় ॥
মারিতে উদ্যত যদি কেহ করে তায়।
শরীর মমতা হেতু সঘনে পলায় ॥
কাক গৃধ্র শিবা শ্বান খেচর গর্দ্দভ।
পিপীলিকা সর্প ভেক দেখ যত সব ॥
অধম যোনীর মধ্যে যেই প্রাণ ধরে।
ইচ্ছাবশে কোন জন ছাড়ে কলেবরে ॥
বিশেষ ব্রাহ্মণদেহ হ'য়েছে আমার।
বহু পুণ্যে দ্বিজতনু পাইনু এবার ॥
সকল প্রাণীতে জ্ঞান আছয়ে নিশ্চয়।
আহার মৈথুন নিদ্রা আর আছে ভয় ॥
মনুষ্য সমান জ্ঞানী নাহি কোন জন।
এ দেহে অনেক কর্ম্ম ভজন-সাধন ॥
হেন দেহ ছাড়িবারে কহ দেবরাজ।
আমি যদি মরি তবে সিদ্ধ হবে কায ॥
না হইল তব কার্য্য মম কিবা দায়।
না বুঝি আদেশ কেন কর দেবরায় ॥
না ছাড়িব প্রাণ আমি শুনহ বিচার।
শুনিয়া সবার মনে লাগে চমৎকার ॥
ইন্দ্র আদি দেবগণ অধোমুখ হৈয়া।
ক্ষিতি পরে সর্ব্বজন মৌনেতে বসিয়া ॥
ত্রাসে কারো মুখে নাহি বচন নিঃসরে।
সদয় হৃদয় মুনি জানিল অন্তরে ॥
কহিতে লাগিল মুনি করুণা বচন।
ভয় ত্যজ কহি শুন সর্ব্ব দেবগণ।
আমি ম'লে রক্ষা পায় দেবতা সমাজ।
এ ছার শরীরে তবে কিবা আর কাজ ॥
অবশ্য মরিব আমি দেবের কারণ।
মম অস্থি ল'য়ে ইন্দ্র সাধ প্রয়োজন ॥
পৃথিবীতে যত যত করিলাম পুণ্য।
আমার সার্থক জন্ম হ'ল ধন্য ধন্য ॥
আশ্বাস পাইয়া ইন্দ্র কহে যুড়ি কর।
কত কল্প অমর হইলে মুনিবর ॥
তোমার অস্থিতে হবে অস্ত্র বলবান।
এ তোমার মৃত্যু নহে জীবন সমান ॥
এতেক শুনিয়া মুনি করিল স্বীকার।
যোগাসনে বসি প্রাণ ত্যজে আপনার ॥
ইন্দ্রাদি দেবতাগণ হন হরষিত।
পুষ্পবৃষ্টি মুনি পরে করে অপ্রমিত ॥
নাচিতে লাগিল দেবগণ ঊর্দ্ধবাহু।
কার্য্যসিদ্ধি করিয়া আনন্দ করে বহু ॥
শঙ্খ ভেরি আদি বাজয়ে বিশাল।
বীণা ডম্ফ ঘন বাজে ফুকারে কহাল ॥
মধুর সুনাদ বাঁশী বাজে শত শত।
উৎসব করয়ে আসি অপ্সরাদি যত ॥
মেনকা উর্ব্বশী আর রম্ভা তিলোত্তমা।
জানপদী সহজন্যা রূপে অনুপমা ॥
নানারঙ্গে নৃত্য করে যত বারাঙ্গনা।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর গায় হরষিত মনা ॥
মহা মহোৎসব হৈল না পারি বর্ণিতে।
ডাক দিয়া দেবরাজ লাগিল কহিতে ॥
হরিষ বিধানে কহে দেব আখণ্ডল।
আজি হৈতে পুণ্য তীর্থ হইল এ স্থল ॥
দধীচির তীর্থ নাম করি নিরূপণ।
আমার ভারতী এই শুন দেবগণ ॥

অনন্ত জন্মের পাপ খণ্ডিবে ইহাতে ।
স্নানদান করে যেই দধীচি তীর্থেতে ॥
তথাস্তু বলিয়া চলিলেন দেবগণ ।
দধীচির অস্থি ল'য়ে সহস্রলোচন ॥
ডাকি বিশ্বকর্ম্মারে কহেন শীঘ্রগতি ।
বজ্র নির্ম্মাইয়া মোরে দেহ মহামতি ॥
আজ্ঞা মাত্র বিশ্বকর্ম্মা বজ্র নিরমিল ।
সকল অস্ত্রের তেজ তাহে সমর্পিল ॥
ব্রহ্মার নিকটে ল'য়ে গেলেন মঘবা ।
প্রণাম করিল ইন্দ্র হ'য়ে নতগ্রীবা ॥
বজ্র দেখি হরষিত হ'য়ে পদ্মযোনি ।
ব্রহ্মমন্ত্রে অভিষেক করেন তখনি ॥
জীবন্যাস দিয়া ইন্দ্রে বলেন বচন ।
এই অস্ত্র ল'য়ে কর দানব মর্দ্দন ॥
ইন্দ্র বজ্র পাইয়া হইয়া আনন্দিত ।
ব্রহ্মারে প্রণাম করি চলেন ত্বরিত ॥
দেবসৈন্য সমস্ত করিয়া সমাবেশ ।
নিজরাজ্য প্রাপ্তি হেতু উদ্‌যোগী সুরেশ ॥
যুঝিতে চলিল বৃত্রাসুরের সংহতি ।
ইন্দ্রের নিনাদ পাইলেক দৈত্যপতি ॥
নিজ সৈন্যে সাজিয়া চলিল দৈত্যেশ্বর ।
দুইদলে মহাযুদ্ধ হয় ঘোরতর ॥
রথী রথী মহাযুদ্ধ হৈল বাণে বাণে ।
পদাতি পদাতি যুদ্ধ হইল সঘনে ॥
ঘোড়ায় ঘোড়ায় যুদ্ধ হৈল মহামার ।
বাণে বাণে গগনে হইল অন্ধকার ॥
অনল বায়ব্য বাণ দোঁহে এড়ে রণে ।
দুইবাণ নষ্ট হয় দোঁহাকার বাণে ॥
মুখ মেলি দৈত্য ইন্দ্রে গিলিবারে যায় ।
দেখিয়া বৃত্রের বল বাসব পলায় ॥
ইন্দ্র পলাইল দূরে ল'য়ে সব দেবে ।
বিষ্ণুর শরণ লইলেন গিয়া সবে ॥
যুদ্ধ সমাচার কহে দেব নারায়ণে ।
বিষ্ণু বলিলেন ইন্দ্র শুন সাবধানে ॥
বিষ্ণুতেজ নাহি কিছু তোমার শরীরে ।
এই মম তেজ ধর দিলাম তোমারে ॥
বিষ্ণুতেজ পাইয়া হইয়া বলবান ।
পুনঃ যুদ্ধ করিবারে গেল মরুত্বান ॥
মহাযুদ্ধ সুরাসুরে হয় ঘোরতর ।
পড়িল অনেক সৈন্য সংগ্রাম ভিতর ॥
যুদ্ধকালে বৃত্রাসুর ইন্দ্রে বলে বাণী ।
আমারে করহ বধ বাসব আপনি ॥
ধর্ম্মপরায়ণ বৃত্র পরম বৈষ্ণব ।
নানারূপে বৃত্রাসুর শক্রে করে স্তব ॥
সুরপতি বলে বৃত্র তুমি বলবান ।
তোমাকে ক্ষমিয়া আমি সম্বরিনু বাণ ॥
বৃত্র বলে কার্য্যসিদ্ধি নহিল আমার ।
ইন্দ্র মোরে ক্ষমিয়া করিলা পরিহার ॥
শুন মূর্খ রণে পড়ি যাব স্বর্গলোক ।
এ কর্ম্ম না করি আমি বৃথা করি শোক ॥
এত বলি বৃত্রাসুর ইন্দ্রে দেয় গালি ।
শুন রে পামর ইন্দ্র তোর প্রতি বলি ॥
গুরুদারা হরিলি করিলি মহাপাপ ।
তোরে মারি গৌতমের খণ্ডাইব তাপ ॥
এতেক কুবাক্য বৃত্র বাসবেরে বলে ।
শুনি সুরপতি ক্রোধে অগ্নি হেন জ্বলে ॥
কুলিশ ধরিয়া ইন্দ্র মারিলেন তারে ।
চূর্ণ হৈল বৃত্রাসুর কুলিশ প্রহারে ॥
অপর সকল দৈত্য পলাইল রণে ।
ইন্দ্র পুনঃ রাজা হৈল অমর ভুবনে ॥
যার যেই কার্য্য সেই লভিল সত্বর ।
সকল অমর হৈল সুস্থির অন্তর ॥
শুনহ ভূপতি কুরুবংশ চূড়ামণি ।
কহিলাম দধীচির তীর্থের কাহিনী ॥
সেই তীর্থে বলরাম হৈয়া উপনীত ।
স্নানদান যজ্ঞ করিলেন নিয়মিত ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
যাহার শ্রবণে নর হয় নিষ্কলুষ ॥

শাণ্ডিল্যাশ্রমে নারদ-বলরামের সংবাদ ।

জিজ্ঞাসেন জন্মেজয় শুন মুনিবর ।
পুনঃ কোন্ তীর্থে চলিলেন হলধর ॥

বলেন বৈশম্পায়ন শুনহ রাজন।
হইয়া একাগ্র মন করহ শ্রবণ ॥
পৃথিবীর যত তীর্থ ভ্রমণ করিয়া।
শাণ্ডিল্য আশ্রমে রাম উত্তরিল গিয়া ॥
শাণ্ডিল্য আশ্রমে সেই যমুনার তীরে।
তথায় দেখেন রাম নারদ মুনিরে ॥
তথা স্নানদান করি মনের হরিষে।
ব্রাহ্মণ-ভোজন আদি করান বিশেষে ॥
নারদ সহিত তথা হইল দর্শন।
বলদেব মুনিবর কহেন বচন ॥
তীর্থযাত্রা হেতু তুমি গেলে দেশান্তর।
কৌরব পাণ্ডব যুদ্ধ হৈল ঘোরতর ॥
একাদশ অক্ষৌহিণী দুর্য্যোধন সেনা।
মরিল নৃপতি বহু কে করে গণনা ॥
সপ্ত অক্ষৌহিণী পতি রাজা যুধিষ্ঠির।
তাহার সহায় হৈল মহা মহা বীর ॥
আপনি হইলা কৃষ্ণ অর্জ্জুন সারথি।
সেই যুদ্ধে নষ্ট হয় সকল নৃপতি ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ আদি পড়িল সমরে।
আর তব ভাগিনেয় অভিমন্যু মরে ॥
দুর্য্যোধন একামাত্র কৃপ অশ্বত্থামা।
অবশেষে এই মাত্র কহিলাম সীমা ॥
পঞ্চভাই পাণ্ডব দ্রৌপদী পঞ্চসুত।
অবশেষে আর কিছু নাহিক প্রস্তুত ॥
হত সৈন্য দেখি পলাইল দুর্য্যোধন।
দ্বৈপায়ন হ্রদ মধ্যে পশিল রাজন ॥
তথাপি কৃষ্ণের মনে দয়া না হইল।
হ্রদ হৈতে রাজা দুর্য্যোধনে উঠাইল ॥
ভীম দুর্য্যোধনে হবে গদার সমর।
দেখিতে বাসনা যদি থাকে হলধর ॥
এইক্ষণে সেই স্থানে করহ গমন।
বাঁচাইতে পার যদি রাজা দুর্য্যোধন ॥
শুনিয়া নারদ-বাক্য দেব বলরাম।
তথায় গেলেন দ্রুত না করি বিশ্রাম ॥
হইলেন দ্বৈপায়ন হ্রদে উপনীত।
দেখিয়া গোবিন্দ উঠিলেন ত্বরান্বিত ॥
যুধিষ্ঠির আদি পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন।
সম্ভ্রমে করিল সবে চরণ বন্দন ॥
গোবিন্দেরে আলিঙ্গন বলরাম দেন।
কৃষ্ণ বলরাম শোভা দেখি অনুপম ॥
প্রেম-অশ্রুজলে দোঁহে করিলেন স্নান।
প্রীতি বাক্যে জিজ্ঞাসেন সবার কল্যাণ ॥
যুধিষ্ঠির পঞ্চজনে করি আশীর্ব্বাদ।
শুভ জিজ্ঞাসেন রাম হরিষ বিষাদ ॥
গোবিন্দ কহেন রাম শুন জগন্নাথ।
পৃথিবীর রাজগণে করিল নিপাত ॥
যতেক নৃপতিগণ হইল সংহার।
উদ্ধারিতে ক্ষিতি ভার তব অবতার ॥
উত্তম করিলে ভাই ইথে নাহি দোষ।
এই কর্ম্মে সবাকার হইল সন্তোষ ॥
রামের বচন শুনি কৃষ্ণ মহাশয়।
নিবেদিতে সব কথা করে অভিপ্রায় ॥
হেনকালে দুর্য্যোধন কাঁন্দিতে কাঁন্দিতে।
প্রণাম করিল রামে ব্যাকুল চিত্তেতে ॥
দুর্য্যোধনে কোলে নিয়া বহে নেত্রজল।
বলরাম জিজ্ঞাসেন তাহার কুশল ॥
কহিলেন সর্ব্ব কথা কুরু নৃপমণি।
শুনিয়া ভর্ৎসেন কৃষ্ণে দেব হলপাণি ॥
তুমি বিদ্যমানে উহা শোভা নাহি পায়।
সামঞ্জস্য কেন নাহি করিলে দোঁহার ॥
জগন্নাথ কহিলা করিয়া যোড়হাত।
নিবেদন করি শুন রেবতীর নাথ ॥
শিশুকালে পাণ্ডব যে কৈল দুরাচার।
সকল আছয়ে দেব গোচর তোমার ॥
ত্রয়োদশ বৎসর তুমি নাহি ছিলে দেশে।
যতেক করিল দুষ্ট শুন সবিশেষে ॥
কপটে খেলিয়া পাশা নিল রাজ্যধন।
কপট পাশাতে কৈল দ্রৌপদীকে পণ ॥
শকুনির বশেতে আছিল পাশাসারি।
হারিলেন যুধিষ্ঠির রাজা নিজ নারী ॥
দুঃশাসন দ্রৌপদীকে আনে সভামাঝ।
তাহাকে আদেশ কৈল দুর্য্যোধন রাজ ॥

দ্রৌপদী হইল দাসী নাহিক বিচার।
শীঘ্রগতি আনহ বসন অলঙ্কার॥
সভামাঝে দ্রৌপদীর বস্ত্র কাড়ি লয়।
কুলবধূ জনে কি এমন উচিত হয়॥
তবে অন্ধ বর দিয়া কৈল পরিত্রাণ।
পুনঃ পাশা খেলিবারে করিল বিধান॥
যে হারিবে দ্বাদশ বৎসর যাবে বন।
অজ্ঞাত বৎসর এক কৈল নিরূপণ॥
আজ্ঞাকারী পাশা যেই ছিল শকুনির।
সেই পণে হারিলেন রাজা যুধিষ্ঠির॥
দ্বাদশ বৎসর বনে ভ্রমিয়া পাণ্ডব।
যত দুঃখ পায় বনে কি বলিব সব॥
রহিলেন অজ্ঞাত বৎসর মৎস্যদেশে।
অজ্ঞাতে উদ্ধার হৈল উপায় বিশেষে॥
যুধিষ্ঠির চাহিলেন স্বীয় রাজ্যভার।
কদাচিত রাজ্য নাহি দিল দুরাচার॥
দূত হ'য়ে যাইলাম যথা দুর্য্যোধন।
আমারে রাখিতে চাহে করিয়া বন্ধন॥
কটুবাক্য আমারে কহিল দুর্য্যোধন।
বিনা যুদ্ধে রাজ্য নাহি দিব কদাচন॥
তবে সে হইল নাথ যুদ্ধ সমাবেশ।
যুদ্ধে রাজগণ সব হইল নিঃশেষ॥
মম অপরাধ এতে কি হৈল গোঁসাই।
দুর্য্যোধন তুল্য দুষ্ট পৃথিবীতে নাই॥
উহাকে করহ শান্ত রেবতীরমণ।
তব প্রিয় শিষ্য বটে রাজা দুর্য্যোধন॥
যুধিষ্ঠির এক্ষণে চাহেন পঞ্চগ্রাম।
সামঞ্জস্য করিয়া আপনি দেহ রাম॥
তব আজ্ঞা যুধিষ্ঠির না করে লঙ্ঘন।
উহাকে করিয়া দ্বন্দ্ব কর নিবারণ॥
সকল গিয়াছে একা আছে দুর্য্যোধন।
তবু পঞ্চগ্রাম মাগে ধর্ম্মের নন্দন॥
শুনিয়া কৃষ্ণের বাণী রোহিণী নন্দন।
দুর্য্যোধন প্রতি কিছু বলিল বচন॥
শুন ভাই দুর্য্যোধন মম হিত কথা।
যুদ্ধ না করিবা তুমি শুনহ সর্ব্বথা॥
সর্ব্ব সৃষ্টিনাশ হৈল আর নাহি কেহ।
যুদ্ধে কিছু কার্য্য নাহি চিত্তে ক্ষমা দেহ॥
হৃদ্যতা করাই তোমা পাণ্ডব সহিতে।
অর্দ্ধ রাজ্য দেহ তুমি পাণ্ডব সম্প্রীতে॥
এতেক কহিল যদি দেব হলধর।
কতক্ষণে দুর্য্যোধন করিল উত্তর॥
মোরে আর হিতবাণী না বল গোঁসাই।
পাণ্ডবের সহ আর মম প্রীতি নাই॥
যত দুঃখ দিলাম পাণ্ডব পুত্রগণে।
ভয় স্নেহে প্রীতি আর হইবে কেমনে॥
সর্ব্বদুঃখ পাণ্ডব পারিবে পাসরিতে।
অভিমন্যু শোক না ভুলিবে কদাচিতে॥
সপ্তরথী একত্র হইয়া আসি রণে।
মারিনু অন্যায় যুদ্ধে শুভদ্রা-নন্দনে॥
এবে মম রাজ্যভার নাহি কিছু মনে।
সৌহৃদ্য করিতে কেন বল অকারণে॥
পূর্ব্বে পণ করিয়াছি সভার ভিতরে।
বিনা যুদ্ধে রাজ্য নাহি দিব পাণ্ডবেরে॥
সূচী অগ্রে যতখানি উঠিবেক ভূমি।
বিনা যুদ্ধে ততখানি নাহি দিব আমি॥
সমরে আমারে ভীম করিবে সংহার।
যুধিষ্ঠির পাইবেন সব রাজ্যভার॥
সবার ঈশ্বর হ'য়ে ভুঞ্জিলাম ক্ষিতি।
যুদ্ধে মরি স্বর্গে গিয়া করিব বসতি॥
রাজত্ব আমাকে আর নাহি শোভা পায়।
যুদ্ধে মম প্রাণ পণ করেছি নিশ্চয়॥
এত যদি দুর্য্যোধন কহিলা ভারতী।
তাহারে কহিলা তবে রেবতীর পতি॥
যাহা ইচ্ছা মনে হয় তাহা কর তুমি।
যুদ্ধ কর দোঁহে দ্বারাবতী যাই আমি॥
গোবিন্দ বলিলা দেব শুনিলা আপনি।
পাণ্ডবের অপরাধ শুনিলে এখনি॥
এইক্ষণে দ্বারকা গমন যুক্তি নয়।
দোঁহাকার গদাযুদ্ধ দেখ মহাশয়॥
বলরাম কহিলেন শুন দামোদর।
দেখিতে হইল তবে গদার সমর॥

যুধিষ্ঠির চাহি বলিলেন বলরাম।
এ ভূমিতে না করাও দোঁহার সংগ্রাম॥
সমন্তপঞ্চক নাম কুরুক্ষেত্র জানি।
শুনিয়াছি মুনিগণ বদনে কাহিনী॥
সেই স্থানে হয় যার সমরে বিনাশ।
চিরকাল হয় তার স্বর্গেতে নিবাস॥
হ্রদতীর নহে শুন সংগ্রামের স্থান।
এই মত ধর্ম্মেরে কহিলা ভগবান॥
সাধুবাদ করিলা সকলে হলধরে।
তখনি গেলেন কুরুক্ষেত্র তীর্থবরে॥
সমর আরম্ভ হৈল ভীম দুর্য্যোধনে।
বসিল সকল লোক যথাযোগ্য স্থানে॥
মহাভারতের কথা সমান পীযূষ।
যাহার শ্রবণে নর হয় নিষ্কলুষ॥

কুরুক্ষেত্রের বিবরণ।

জিজ্ঞাসিল মুনিবরে রাজা জন্মেজয়।
কুরুক্ষেত্র মহিমা বলহ মহাশয়॥
পুণ্যক্ষেত্র কেমনে হইল সেই স্থান।
আমাকে বলহ মুনি করিয়া ব্যাখ্যান॥
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
তোমাকে জানাব কুরুক্ষেত্র বিবরণ॥
তব পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন কুরুরাজা।
পুত্রবৎ করিয়া পালিত সব প্রজা॥
প্রতাপে ছিলেন রাজা মহাধনুর্দ্ধর।
সসাগরা পৃথিবীর হইল ঈশ্বর॥
বিপক্ষ দলন মহারাজ চক্রবর্ত্তী।
পৃথিবী পূরিয়া যাঁর যশ আর কীর্ত্তি॥
ধনুক অভ্যাস ভৃগুরামের সমান।
পরম যোগেন্দ্র শুকদেব সম জ্ঞান॥
প্রভাতে উঠিয়া নিত্য করে স্নানপূজা।
বৃহৎ লাঙ্গল এক স্কন্ধে নিয়া রাজা॥
দুই নীল বৃষ নিজে যুড়িয়া লাঙ্গলে।
প্রহর পর্য্যন্ত চষে মহা কুতূহলে॥
প্রহর পর্য্যন্ত বৃষ যতদূর যায়।
সেইক্ষণে চাষে ক্ষমা দেন কুরুরায়॥
তারপর রাজকার্য্যে রত নরবর।
দরিদ্র দুঃখীরে দান করে নিরন্তর॥
প্রতিদিন এইমতে চষেণ ভূপতি।
সহস্র বৎসরকাল চষিলেন ক্ষিতি॥
একদিন চষে রাজা আপনার মনে।
ছদ্মবেশে সহস্রাক্ষ গেলেন সে স্থানে॥
জিজ্ঞাসা করিল ইন্দ্র চাতুরী করিয়া।
নৃপবর এই ক্ষেত্রে চষ কি লাগিয়া॥
রাজা হ'য়ে কেন কর কৃষকের কর্ম্ম।
ইহার কি মর্ম্ম রাজা কিবা আছে ধর্ম্ম।
রাজা বলিলেন স্বর্গে ইন্দ্রের শাসন।
ধর্ম্মাধর্ম্ম করয়ে যতেক রাজগণ॥
পুরন্দর তুষ্ট হৈলে সর্ব্ব ধর্ম্ম হয়।
চারিবেদে এই কথা বিদিত নিশ্চয়॥
স্বর্গেতে অধীপ হৈল কশ্যপের সুত।
তাঁর অংশে রাজগণ ভূমি পুরুহূত॥
যত কর্ম্ম করিবেন ক্ষিতির রাজন।
তার ধর্ম্মাধর্ম্ম পান সহস্রলোচন॥
আপনি করিব যজ্ঞ এই ক্ষেত্রমাঝে:
অগ্র যজ্ঞভাগেতে তুষিব দেবরাজে॥
রাজার এতেক শুনি ধার্ম্মিক বচন।
তুষ্ট হ'য়ে কহিলেন সহস্রলোচন॥
আমি ইন্দ্র শুন রাজা বলি পরিচয়।
ইষ্টবর মাগ রাজা যেবা মনে লয়॥
লাঙ্গল ছাড়িয়া রাজা গলে বস্ত্র দিয়া।
ইন্দ্রের চরণযুগে পড়িলেন গিয়া॥
তুমি ছদ্মরূপধারী দেব সুরপতি।
চর্ম্মচক্ষে চিনিতে না পারি মূঢ়মতি॥
ইন্দ্র বলিলেন রাজা কিছু নাহি পাপ।
স্তুতিবাদ করি কেন বাড়াও সন্তাপ॥
বর মাগ রাজা তব যেবা লয় মন।
মনোনীত বর দিব শুনহ রাজন॥
রাজা বলে সুরপতি কর অবধান।
মোরে বর দিয়া প্রভু করহ বিধান॥
সহস্র বৎসর আমি চষিয়াছি ভূমে।
কুরুক্ষেত্র বলিয়া হউক মম নামে॥

এ ক্ষেত্রের ধূলি উড়ে লাগে যার গায়।
অসংখ্য জন্মের পাপ সে জনের যায়॥
অনিচ্ছায় বা ইচ্ছায় মরে যে এ স্থানে।
পায় যেন সে নির্ব্বাণ মুক্তি সেইক্ষণে॥
এই বর দেহ মোরে দেব দৈত্যভেদী।
এই তীর্থ রহিবেক চন্দ্র সূর্য্যাবধি॥
তথাস্তু বলিয়া ইন্দ্র হৈলা অন্তর্দ্ধান।
কুরুরাজ নিজ গৃহে করিল পয়াণ॥
এই হেতু কুরুক্ষেত্র শুন নৃপমণি।
তোমাকে জানানু কুরুক্ষেত্রের কাহিনী॥
জন্মেজয় বলেন শুনহ তপোধন।
তার পর কি হইল ভীম দুর্য্যোধন॥
মুনি বলে শুন শুন অপূর্ব্ব কথন।
দুইজনে যুদ্ধ হয় শুনহ রাজন॥
হেথায় সঞ্জয় কহে অন্ধ নৃপতিরে।
দুর্য্যোধন গদাযুদ্ধে পড়িল সমরে॥
শুনি হাহাকার করি করয়ে ক্রন্দন।
মহাশোকাকুল রাজা হয় অচেতন॥
সঞ্জয় বলেন রাজা কেন কান্দ আর।
সর্ব্বনাশ হৈল রাজা কপটে তোমার॥
কহ রাজা কি হইবে এখন কান্দিলে।
কিংজিতং কিংজিতং বলি যবে জিজ্ঞাসিলে॥
পাণ্ডবেরে যত তুমি কর ভিন্ন ভাব।
সে সব কর্ম্মেতে এবে হৈল এই লাভ॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে শুন ধর্ম্মের নন্দন।
কিমতে করিল যুদ্ধ ভীম দুর্য্যোধন॥
সঞ্জয় বলেন রাজা শুন মন দিয়া।
ভীম-দুর্য্যোধন যুদ্ধ কহি বিস্তারিয়া॥
মহাভারতের কথা সমান পীযূষ।
যাহার শ্রবণে নর হয় নিষ্কলুষ॥
ব্যাসের বচন শিরে করিয়া বন্দন।
কাশীরাম দাস কহে শুন সাধুজন॥

দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ।

ভীম দুর্য্যোধন, করে মহারণ,
দেখে সবে কুতূহল।
দেখিতে সমর, লইয়া অমর,
আসিলেন আখণ্ডল॥
চড়িয়া বাহন, করে আগমন,
তেত্রিশ কোটি অমর।
যার যেই বেশ, করিয়া বিশেষ,
বসিলা যুড়ি অম্বর॥
অপ্সরী অপ্সর, কিন্নরী কিন্নর,
গন্ধর্ব্ব পিশাচ রক্ষ।
প্রেত ভূতগণ, না যায় গণন,
আসিলেক লক্ষ লক্ষ॥
হংসে পদ্মাসন, বৃষে পঞ্চানন,
পার্ব্বতী কেশরী-যানে।
দেব জলেশ্বর, আসিল সত্বর,
চড়িয়া নিজ বাহনে॥
হরিণে পবন, নরে বৈশ্রবণ,
মুষিকে বিঘ্নবিনাশন।
হইয়া কৌতুকী, চাপি মত্ত শিখী,
আসিলেন ষড়ানন॥
শমন মহিষে, পরম হরিষে,
আসেন দেখিতে রণ।
অষ্টলোকপাল, সজ্জা করি ভাল,
করিলেন আগমন॥
দিবা নিশাপতি, রমণী সংহতি,
করি রথ আরোহণে।
যত সিদ্ধগণ, না যায় গণন,
আসেন যুদ্ধ সদনে॥
দেব ঋষি আদি, নাহিক অবধি,
নারদাদি মুনি আর।
ঊর্দ্ধরেতা যত, হ'য়ে উল্লাসিত,
করিলেন আগুসার॥
সবে স্থানে স্থানে, বসিলেন যানে,
দেখিতে সমর রঙ্গ।
ভীম দুর্য্যোধন, দোঁহে করে রণ,
উঠিল রণ তরঙ্গ॥
দুই মহাবলা, গদা স্কন্ধে তুলি,
ফিরায় মণ্ডলী করি।

সঘনে গর্জ্জন, করে দুই জন,
যেমন দুই কেশরী ॥
যেন দুই হাতী, ধায় দ্রুতগতি,
পদভরে কাঁপে ক্ষিতি।
দুই বৃষে যেন, করয়ে গর্জ্জন,
কম্পিত শেষাহিপতি ॥
ভীম বামাবর্ত্তে, ফিরে মহাসত্বে,
দক্ষিণে কৌরবপতি।
পর্ব্বত সমান, দুই বলবান,
ফিরিছে পবন গতি ॥
বাক্‌যুদ্ধ আগে, করে দোঁহে রাগে,
কেহ আর নহে ঊন।
ভীম মহাযোদ্ধা, ফিরাইছে গদা,
দুর্য্যোধন পুনঃ পুনঃ ॥
সাঞ্জি সাঞ্জি ডাকে, গদা ঘন পাকে,
দুজনে ভ্রময়ে কোপে।
দুই পদভরে, টলমল করে,
সঘনে অবনী কাঁপে ॥
দুই গদাঘাত, যেন বজ্রপাত,
ঠনঠনি শব্দ শুনি।
দুর্য্যোধন অঙ্গে, ভীম মহারঙ্গে,
করে গদার ঘাতনি ॥
মহা গদাঘাত, খেয়ে কুরুনাথ,
পড়িল ধরণীতলে।
পড়ি ক্ষণমাত্র, ধৃতরাষ্ট্র পুত্র,
সেইক্ষণে উঠে বলে ॥
পুনঃ দুই বীরে, গদা নিয়ে করে,
মণ্ডলী করিয়া ফিরে।
গদার প্রহার, করে মহামার,
দুজনে হানে দোঁহারে ॥
রাজা দুর্য্যোধন, হ'য়ে কোপ মন,
গদা প্রহারিল ভীমে।
বীর বৃকোদর, কাঁপি থর থর,
সঘনে পড়িল ভূমে ॥
হ'য়ে অচেতন, পবন-নন্দন,
ভূতলে পড়িল ঠায়।
দেখি নারায়ণে, বিনয় বচনে,
জিজ্ঞাসেন ধর্ম্মরায় ॥
কহ দামোদর, কৌরব ঈশ্বর,
ভীমে গদা প্রহারিল।
ভীম মহাবল, হইয়া বিকল,
যুদ্ধে অচেতন হৈল ॥
মহাবলবন্ত. কৌরব দুরন্ত,
ভীম হৈতে বলবান।
প্রলয় সংগ্রাম, করে অবিরাম,
কহ হেতু ভগবান ॥
গোবিন্দ কহেন, করহ শ্রবণ,
দুর্য্যোধন রণে কৃতী।
জানাই তোমাতে, ভীমসেন হৈতে,
বলাধিক কুরুপতি ॥
শুনি যুধিষ্ঠির, হইয়া অস্থির,
জিজ্ঞাসেন হরি স্থানে।
দুর্য্যোধন কৃতী, বলিলা শ্রীপতি,
বুঝি জয় নাহি রণে ॥
কহেন শ্রীকান্ত, রাজা হও শান্ত,
ভয় নাহি কর মনে।
উপায় ইহার, আছে সারোদ্ধার,
কহিব দেব এক্ষণে ॥
গোবিন্দ বচনে, স্থির হ'য়ে মনে,
রহিলেন ধর্ম্মসুত।
পবন-নন্দন, পাইয়া চেতন,
উঠিলেন অতি দ্রুত ॥
পুনঃ গদা তুলি, করিয়া মণ্ডলী,
ভ্রমে ভীম দুর্য্যোধন।
নিজ উরুতলে, করাঘাত ছলে,
মারিলেন নারায়ণ ॥
পবননন্দন, ছিল বিস্মরণ,
আপন প্রতিজ্ঞা কথা।
কৃষ্ণের সঙ্কেতে, পড়িল মনেতে,
হইলেন সব জ্ঞাতা ॥
বলরাম কাছে, যুদ্ধস্থলে আছে,
নাহিক অন্যায় রণ।

নাভির নীচেতে,　　গদা প্রহারিতে,
শাস্ত্রে নাহি কদাচন ॥
এই ভয় মনে,　　পবন-নন্দনে,
অন্যায় করিতে মন ।
হলধর ভয়,　　ভাবিল হৃদয়,
রাম যদি ক্রুদ্ধ হন ॥
সাত পাঁচ মনে,　　ভাবে ক্ষণে ক্ষণে,
যে করুন হলধর ।
প্রতিজ্ঞা পালন,　　করিব আপন,
প্রহারিব উরুপর ॥
এইরূপে দোঁহে,　　গদা ল'য়ে তাহে,
মণ্ডলী করিয়া ভ্রমে ।
দুর্য্যোধন গদা,　　মারিতে সর্ব্বদা,
উদ্যম করিল ভীমে ॥
উরুর উপর,　　বীর বৃকোদর,
মারিতে না করে মন ।
মস্তক উপর,　　মারিতে সত্বর,
ভাবিলেক দুর্য্যোধন ॥
এক লাফ দিয়া　　শূন্যেতে উঠিয়া,
বারিব ভীমের গদা ।
এই অনুমানি,　　কুরু নৃপমণি,
লাফ দিয়া উঠে তথা ॥
দৈবের কারণ,　　না যায় খণ্ডন,
দুর্য্যোধন লাফ দিতে ।
ভীম গদাঘাত,　　যেন বজ্রপাত,
বাজে তাহার উরুতে ॥
লোক দেখে রঙ্গে,　　দুই উরু ভঙ্গে,
ভূমে পড়ে দুর্য্যোধন ।
দেখি দেবগণ,　　চমকিত মন,
ভীম করে আস্ফালন ॥
ব্যাসের বচন,　　ভাবি অনুক্ষণ,
পাঁচালী কৈল রচন ।
গদাপর্ব্ব বাণী　　অপূর্ব্ব কাহিনী,
কাশীদাসের কথন ॥

দুর্য্যোধনের মস্তকে ভীমের পদাঘাত ।

ইন্দ্র যেন গিরিভেদ করে বজ্রাঘাতে ।
উরুভঙ্গে কুরুবীর পড়িল তেমতে ॥
কুরুপতি উরুযুগ দেখিয়া নয়নে ।
কামের অধীন হ'য়ে ভজে নারীগণে ॥
হেন উরুভঙ্গ হ'য়ে পড়ে কুরুপতি ।
দুরু দুরু শব্দেতে কাঁপয়ে বসুমতি ॥
অন্যায় সমরেতে পড়িল কুরুসুত ।
উৎপাত হইল তবে দেখিতে অদ্ভুত ॥
বিপরীত বাত বহে নির্ঘাত সদৃশ ।
শিবাগণ কান্দে রক্তবৃষ্টি অসদৃশ ॥
দুর্য্যোধনে চাহি ভীম বলিল বচন ।
শুন ওহে কুরুপতি মূঢ় দুর্য্যোধন ॥
যাজ্ঞসেনী দ্রৌপদীর কৈলে অপমান ।
তার ফল ভুঞ্জ এবে শুন রে অজ্ঞান ॥
হেঁটমাথা করি আছে কুরু মহামতি ।
ভীম বামপদে শিরে মারিলেক লাথি ॥
কৃপার সাগর যুধিষ্ঠির সাধুজন ।
অশেষ বিলাপ করি ভীমসেনে কন ॥
ওরে ভীম কি করিলি কর্ম্ম বিগর্হিত ।
এত অপমান করা অতি অনুচিত ॥
সমস্ত পৃথিবীপতি রাজা দুর্য্যোধন ।
জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র রাজার নন্দন ॥
কেন তারে চরণ হানিলে কুলাধাম ।
কুরুনাথে মারিলে করিয়া অনিয়ম ॥
সসাগরা পৃথিবীর রাজচক্রবর্ত্তী ।
তাহার এমন কেন করিলে দুর্গতি ॥
মৃগমদ চন্দন সুগন্ধ সুবাসিত ।
পদ্মমালা শিরে শোভে কাঞ্চন রচিত ॥
ভাস্কর মুকুট মণি দিনকর প্রায় ।
দুর্য্যোধন শিরোমণি ধরণী লোটায় ॥
ওরে দুষ্ট ভীমসেন বড় দুরাচার ।
কেমনে করিলি বাম চরণে প্রহার ॥
কৃপাশীল যুধিষ্ঠির করিল ক্রন্দন ।
দেখিয়া বিস্মিত হয় যত সভাজন ॥

আপনি মরিলে ভাই, বান্ধবে মারিলে ॥
নিজ কর্ম্মদোষে ভাই রাজ্য হারাইলে ॥
সসাগরা পৃথিবীর ছিলা অধিকারী।
ভূমিতলে পড়িয়াছ রথ পরিহরি
ইন্দ্রের সমান তব প্রচণ্ড প্রতাপ।
সিংহাসন ছাড়ি ভূমে এই বড় তাপ ॥
মহারাজগণ নাহি পান দরশন।
রাজ্যেশ্বর হ'য়ে এবে ভূতলে শয়ন ॥
সহস্রেক বিদ্যাধরী তব সেবা করে।
মোহন পুরুষ তুমি সংসার ভিতরে ॥
এবে তুমি লোটাহ পড়িয়া ভূমিতলে।
পৃথিবী শাসিলে ভাই নিজ বাহুবলে ॥
মাগিলাম পঞ্চগ্রাম কৃষ্ণে পাঠাইয়া।
পাপিষ্ঠ শকুনি বাক্যে না দিলে ছাড়িয়া।
ভাই হ'য়ে চণ্ডাল হইলে মহারাজ।
এতেক করিয়া ভাই কি করিলে কাজ ॥
রাজার ক্রন্দন দেখি সকল সমাজ।
পঞ্চালক সোম আর যত মহারাজ ॥
কান্দয়ে সকল লোক যুধিষ্ঠির সনে।
ভূমে গড়াগড়ি যান রাজা দুর্য্যোধনে ॥
কান্দিলেন যুধিষ্ঠির শোকে মনোদুঃখে।
জানুপরে শির দিয়া কাঁদে অধোমুখে ॥
ভ্রাতৃবধ তাপে ধৈর্য্য ধরা নাহি যায়।
ভাই ভাই বলি রাজা কাঁদে উভরায় ॥
রাজপাট সিংহাসন সকল ত্যজিয়া।
ভূমেতে লোটাও ভাই জ্ঞান হারাইয়া ॥
কুবুদ্ধি শুনিয়া ভাই না শুনিলে বোল।
গুরুবাক্য না শুনিয়া যমে দিলে কোল ॥
রাজার লক্ষণ ভাই আছিল তোমাতে।
তোমা হেন সত্যবাদী নাহি অবনীতে ॥
সমর সাগর ঘোর দেখি লাগে ভয়।
একাকী করিলে রণ তুমি মহাশয় ॥
তব যশ ঘুষিবেক এ তিন ভুবনে।
পুত্রশোক ধৃতরাষ্ট্র সহিবে কেমনে ॥
কি বলিয়া প্রবোধিব গান্ধার জননী।
কি বলিয়া আশ্বাসিব যতেক রমণী ॥

এতেক বিলাপ করে ধর্ম্ম নরপতি।
যুধিষ্ঠিরে প্রবোধেন আপনি শ্রীপতি ॥
কি কারণে ক্রন্দন করহ গুণনিধি।
এই দুর্য্যোধন রাজা দুষ্টের জলধি ॥
সে কালে এ দুষ্ট না ধরিল কার' বোল।
এখন সে মহাতাপে মৃত্যু দিল কোল ॥
একবস্ত্র রজঃস্বলা দ্রুপদকুমারী।
সভামধ্যে আনে তারে উপহাস করি ॥
জতুগৃহে পোড়াইল তোমা পঞ্চজনে।
ভীমে বিষ দিল দুষ্ট নিধন কারণে ॥
অনেক পাপেতে রিপু গেল রসাতল।
হেন ছারে বল ধর্ম্ম ভাই মহাবল ॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দুর্য্যোধনের কোপ।

এতেক বলেন যদি দেব নারায়ণ।
শুনি দুর্য্যোধন হ'ল অতি ক্রুদ্ধমন ॥
বাহুযুগ পৃথিবীতে ঝাঁকি দিয়া ভর।
হাঁটু আরোপিয়া ভূমি বলে নৃপবর ॥
কহিতে লাগিল চাহি কৃষ্ণের বদন।
বুঝিলাম নিজে মন্ত্রী তুমি নারায়ণ ॥
কহিলে অর্জ্জুনে তুমি উপদেশ বাণী।
ভীমে জানাইল পার্থ চক্ষুকোণ হানি ॥
তোমার আদেশ মতে পাপী পাণ্ডুসুত।
অন্যায় সমরে বীর মারিল বহুত ॥
কর্ণ ভূরিশ্রবা সোমদত্ত গুরু দ্রোণ।
অন্যায় সমরেতে মারিলা নারায়ণ ॥
তোমার চরিত্র আমি ভালমতে জানি।
পাণ্ডবের পক্ষ তুমি চিন্ত মম হানি ॥
ধিক্ ধিক্ তোমার জীবন অকারণ।
যেন আমি তেন তব পাণ্ডুর নন্দন ॥
তুমি সে মারিলা মম সকল সমাজ।
আমারে মারিয়া তুমি সাধিলা কি কাজ ॥
এত শুনি কেশব বলেন অতিশয়।
শুন দুষ্ট দুরাশয় গান্ধারী তনয় ॥
আপনি মরিলে তুমি অধর্ম্মের ফলে।
দ্রৌপদী সতীরে চাহ করিবারে কোলে ॥

তোর যত অধর্ম্মে মরিল রাজগণ ।
ভূরিশ্রবা দ্রোণ ভীষ্ম কর্ণ মহাজন ॥
করিলে অধর্ম্ম যত তাহা পড়ে মনে ।
অভিমন্যু সপ্তরথী মারিলে যখনে ॥
আপনি তোমার ঠাঁই গেলাম যখন ।
যুধিষ্ঠির লাগি পঞ্চ গ্রামের কারণ ॥
অঙ্গুলি প্রমাণ নাহি দিলে বসুমতি ।
এখন বান্ধব হৈল ধর্ম্ম নরপতি ॥
কৃষ্ণের বচন শুনি বলে দুর্য্যোধন ।
না জানি মাধব তব বীরত্ব কেমন ॥
জানিনু পুরাণ বেদশাস্ত্র ধর্ম্মাধর্ম্ম ।
জগতে না দেখি কেহ করে হেন কর্ম্ম ॥
ক্ষত্র হ'য়ে ক্ষত্রধর্ম্ম করিনু পালন ।
এবে চলিলাম সঙ্গে ল'য়ে রাজগণ ॥
বিধবা লইয়া রাজ্য কর যুধিষ্ঠির ।
স্বর্গেতে লইয়া যাই যত সব বীর ॥
দুর্য্যোধন নৃপতির শুনিয়া উত্তর ।
মহাকোপে বলিলেন দেব হলধর ॥
অন্যায় সমর আজি করি আকর্ষণ ।
দুর্য্যোধন মহারাজে করিল নিধন ॥
এত বলি ক্রোধে কম্পে নাহি পরিমাণ ।
লাঙ্গল ধরেন হাতে সুমেরু সমান ॥
দারুণ প্রহারে মারি ভীম দুরাচার ।
অনিয়ম যুদ্ধ করে অগ্রেতে আমার ॥
এত বলি লাঙ্গল যুড়িল হলধর ।
দেখিয়া পাইল ভয় যত চরাচর ॥
সশঙ্ক হইয়া কহিলেন নারায়ণ ।
কোপ দূর কর প্রভু করি নিবেদন ॥
একবস্ত্রা রজস্বলা দ্রৌপদী সুন্দরী ।
সভামধ্যে তাহারে আনিল কেশে ধরি ॥
আনিয়া বসাবে বলি নিজ উরু'পর ।
সেই দিন প্রতিজ্ঞা করিল বৃকোদর ॥
হেন কর্ম্ম করে দুষ্ট গোচরে আমার ।
সেই হেতু ভীম উরু ভাঙ্গিল উহার ॥
পাতকের প্রায়শ্চিত্ত হইল উচিত ।
আপনি এ সব কথা না আছ বিদিত ॥
আর কিছু পূর্ব্বকথা শুন হলধর ।
মৈত্রেয় নামেতে ছিল এক ঋষিবর ॥
তার স্থানে অপরাধী ছিল দুর্য্যোধন ।
মৈত্র ঋষি অভ্যন্তরে ছিল কোপমন ॥
তেজস্বী মৈত্রেয় ঋষি দিল তারে শাপ ।
ভীম তোর উরু ভাঙ্গি ঘুচাইবে তাপ ॥
সত্য অঙ্গীকার ভীম কৈল সে কারণ ।
কুরুপতি উরু ভাঙ্গি করিল নিধন ॥
ক্ষত্র হ'য়ে ক্ষত্রধর্ম্ম রাখে আপনার ।
ইহাতে করিতে ক্রোধ না হয় তোমার ॥
এতেক শুনিয়া ক্রোধ সম্বরেণ রাম ।
দুর্য্যোধনে প্রশংসা করেন অবিশ্রাম ॥
নিন্দা করি ভীমেরে বলেন বার বার ।
ধিক্ ধিক্ ভীমসেন জীবনে তোমার ॥
আপনার বীরত্ব দেখালে ভালমতে ॥
অন্যায় সমরে খ্যাতি রাখিলে জগতে ॥
আছিলেন দুর্য্যোধন রণ পরিহরি ।
তুমি তারে মারিলে অন্যায় যুদ্ধ করি ॥
হেন ছার সভাতে বসিতে না যুয়ায় ।
এত বলি রথে চড়ি যান যদুরায় ॥
দুর্য্যোধন রণ দেখি দেবগণ তুষ্টি ।
হরিষে বর্ষণ করিলেন পুষ্পবৃষ্টি ॥
নৃপগণে লইয়া গেলেন ধর্ম্মরাজ ।
বিষণ্ণবদনে যান শিবিরের মাঝ ॥
যার যেই শিবিরে গেলেন সর্ব্বজন ।
বেলা অবসান, অস্ত হইল তপন ॥
বিজয় পাণ্ডব কথা অমৃত সমান ।
অবহেলে শুনিলে বাড়িয়ে দিব্যজ্ঞান ॥
যতেক আছয়ে তীর্থ পৃথিবীমণ্ডলে ।
তার ফল লভে মহাভারত শুনিলে ॥
মহাভারতের কথা সুধাসিন্ধুবত ।
কাশীরাম দাস কহে পাঁচালীর মত ॥

গদাপর্ব্ব সমাপ্ত ।